মৌসুমী বন্যা এবং বৃষ্টিপাতের জরুরী তথ্য (০৭ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি: দুপুর ১২.০০ টা)

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন (সে.মি.): ২টি

গোয়ালকান্দা (জিঞ্জিরাম নদী, জামালপুর) +৯২, কলমাকান্দা (সোমেশ্বরী নদী, নেত্রকোনা) +১০।

বিগত ২৪ ঘণ্টায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস/বৃদ্ধি (সেমি.):

বৃদ্ধিঃ গোয়ালকান্দা (জিঞ্জিরাম নদী, জামালপুর) +৩৪, কমলাকান্দা (সোমেশ্বরী নদী, নেত্রকোনা) +২১, জামালপুর (পুরাতন ব্রহ্মপূত্র নদী) +২৯, ময়মনসিংহ (পুরাতন ব্রহ্মপূত্র নদী) +৪৬।

হ্রাসঃ নাকুয়াগাঁও (ভুগাই নদী, শেরপুর) -১১৯, বিজয়পুর (সোমেশ্বরী নদী, নেত্রকোনা) -১৩২, দুর্গাপুর (সোমেশ্বরী নদী, নেত্রকোনা) -১১৭, জারিয়াজঞ্জাইল (ভুগাই-কংস নদী, নেত্রকোণা) -৩, লরেরগড় (যদুকাটা নদী, সুনামগঞ্জ) -১৪৬, সারিঘাট (সারিগোয়াইন নদী, সিলেট) -৫৮।

বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশের উজানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (মি.মি.):

শিলচর (আসাম) ৬৯.০।

বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশের অভ্যন্তরে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (মি.মি.):

বান্দরবন ৬৮.০।

ময়মনসিংহ বিভাগের জিঞ্জিরাম ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে, ভুগাই ও সোমেশ্বরী নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে* এবং কংস নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল রয়েছে। বর্তমানে নেত্রকোণা জেলার সোমেশ্বরী নদী কলমাকান্দা এবং জামালপুর জেলার জিঞ্জিরাম নদী, গোয়ালকান্দা পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাসমূহের তথ্যানুযায়ী, আগামী ০৩ দিন ময়মনসিংহ বিভাগ ও তৎসংলগ্ন উজানে অতিভারী বৃষ্টিপাতের (>৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা কম রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে, আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত ভুগাই নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং শেরপুর, ময়মনসিংহ জেলার ভুগাই নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। আগামী ০৩ দিন নেত্রকোণা জেলার কংস ও সোমেশ্বরী নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। অপরদিকে,আগামী ০১ দিন জামালপুর জেলার জিঞ্জিরাম নদীর পানি সমতল ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে, পরবর্তি ০১ দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং পরবর্তি ০১ দিন হ্রাস পেতে পারে। এর প্রেক্ষিতে, আগামী ০২ দিন পর্যন্ত জামালপুর জেলার জিঞ্জিরাম নদী সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং পরবর্তি ০১ দিন ধীর গতিতে উন্নতি লাভ করতে পারে।

রংপুর বিভাগের ব্রহ্মপুত্র নদ ও তার ভাটিতে যমুনা নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০৫ দিন পর্যন্ত নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

রাজশাহী বিভাগের গঙ্গা এবং তার ভাটিতে পদ্মা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০৫ দিন গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

সিলেট বিভাগের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাসমূহের তথ্যানুযায়ী, আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত সিলেট বিভাগ ও তৎসংলগ্ন উজানে অতিভারী বৃষ্টিপাতের (>৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা কম রয়েছে, তবে ২য় এবং ৩য় দিন ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) বৃষ্টিপাতের প্রবণতা রয়েছে। যার প্রেক্ষিতে আগামী ০২ দিন সুরমা ও কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং পরবর্তি ০১ দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

সিলেট বিভাগের অন্যান্য প্রধান নদীসমূহ— সারিগোয়াইন, যাদুকাটা, ধলাই ও খোয়াই নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে মনু নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল রয়েছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে, আগামী ০১ দিন মনু-খোয়াই নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল এবং পরবর্তি ০১ দিন হ্রাস পেতে পারে, পরবর্তি ০১ দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে। অপরদিকে, আগামী ০২ দিন পর্যন্ত অন্যান্য নদীসমূহ- সারিগোয়াইন, যাদুকাটা, ধলাই নদী সমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং পরবর্তি ০১ দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

চট্টগ্রাম বিভাগের সাঙ্গু এবং মাতামুহুরী নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে গোমতী, মুহুরী, ফেনী নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল হ্রাস পাচ্ছে এবং হালদা নদীর পানি সমতল স্থিতিশীল রয়েছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাসমূহের তথ্যানুযায়ী, আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগ ও তৎসংলগ্ন উজানে অতিভারী বৃষ্টিপাতের (>৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা কম রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে, আগামী ০৩ দিন চট্টগ্রাম বিভাগের এই সকল নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় বর্তমানে সক্রিয় লঘুচাপ বিরাজমান নেই। এর প্রেক্ষিতে, আগামী ০২ দিন পর্যন্ত অমাবশ্যার কারণে বরিশাল, খুলনা

ও চট্টগ্রাম বিভাগের উপকূলীয় নদীসমূহে স্বাভাবিক চেয়ে কিছুটা বেশী জোয়ার পরিলক্ষিত হতে পারে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪৪-৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) কম প্রবণতা রয়েছে।

রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

ঢাকা জেলা এবং এর নিকটবর্তী প্রধান নদীসমূহ- বুড়িগঙ্গা, টঙ্গী খাল, তুরাগ ও বালু নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাসমূহের তথ্যানুযায়ী, আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে ভারী বৃষ্টিপাতের (৪৪-৮৮ মি.মি/২৪ ঘণ্টা) প্রবণতা কম রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে, আগামী ০৩ দিন পর্যন্ত এসকল নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে এবং বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাপাউবো, ঢাকা।